এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

আমার উপন্যাস **নীচু বাড়ি**র পাঠকরা জানেন পৃষ্ঠা নং ৩২ এর মাঝামাঝি একটি চালাকির কাজ করা আছে।[১] সেখানে **আমি** নামক একটি ছেলে অত্যন্ত বিরক্তি বা একঘেয়েমির শিকার। সে দিকে দিকে ফোন করে। বিভিন্ন লোককে ডেকে পাঠায়। কখনও বলে মায়ের কৈশোরের ছবি দেবো, কখনও বউয়ের প্রেমিকের চিঠি দেবে, এইসব বলে লোকগুলোকে নিয়ে আসে কোনও এক নির্দিষ্ট স্থানে। নির্দিষ্ট পোশাকে। তারপর হারামি ছেলেটা অই সব লোকগুলোকে দেখা দ্যায় না। দূর থেকে দেখে কী একটা মজা পায়, আবার ফিরে যায়। শোনা যায় সাহেবদের দেশে এক বিশেষ জাতের কুকুর আছে যে শুধুই পাছুতে কামড়ায়। আর কোত্থাও নয়। একটা পাছু একটা কামড়। তারপর ছবি। তা এই জাতের কুকুরের থেকেও খারাপ হল একঘেয়েমি। যা অই **আমি**কে কামড়ায়। আর কিছুতেই বসতে পারে না আমি। কোনও এক সাহেব লিখেছিলেন (দোর বাঁ*, সাহেবরাই সব লিখে গেছে! তোরা?!) কবি হল এমন এক সত্তা যে শয়নে জাগরণে কিছুতেই ভুলতে পারে না যে সে কবি। (পরে দিশি আচার্যরা জুড়েছিলেন *শুধু আয়না দেখে আর লেখে।* অতএব কবি তুমি সমাজ সচেতন হও। কবি হল কি হল না সেটা বোঝা গেলো না বাংলাভাষার আখ্যান ভরে গেলো প্রান্তিক চাষির জীবনশৈলি বিষয়ক অক্ষরে।) আর এই একঘেয়েমিও তেমন। কিছুতেই ভুলতে দেয় না **আমি** একঘেয়েমির শিকার। একঘেয়েমির সময়ে যৌনতা শীর্ষক একটি কার্টুনও এঁকেছিলো **আমি**। সেখানে মহিলা সঙ্গমরত পুরুষের পিঠে পেশেন্স খেলছিলেন!

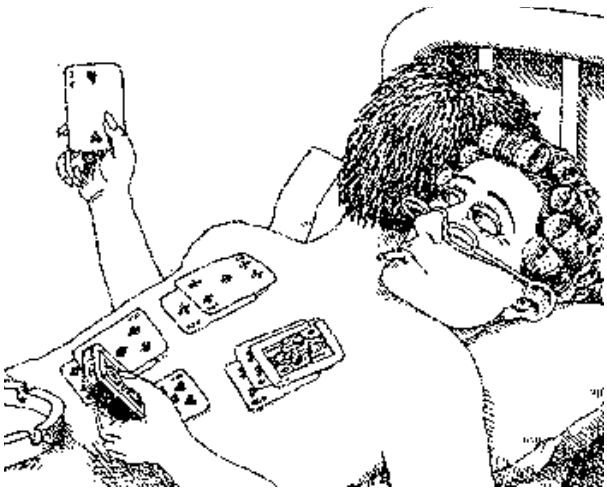

এছাড়াও পাড়ার নানা দেয়ালে *স্প্রে পেইন্ট* দিয়ে **আমি** লিখেছিলো

১. অনেক খাটে চড়েছেন এবার সিংহাসনে চড়ুন।
২. ধুমপান মৃত্যু ত্বরান্বিত করে, কিন্তু ট্যাবলেট নয়।

কিন্তু সে সবই অসংগঠিত আন্দোলন। আস্তে আস্তে **আমি** বড় হতে লাগলো, ওই সব ফোন, ছবি, গ্রাফিত্তি কিছুই আর কাজে আসছিলো না। **আমি** চাইতো ফোন করে তার নিজের বিরক্তি অন্য লোকেদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু সেও বেশিদিন ভালো লাগলো না। কিন্তু আমার এ আখ্যানের উদ্দেশ্য তারপর **আমি**র কী হল তার বর্ণনা দেওয়া কি? কে জানে! একবার একঝাঁক চরিত্র নিয়ে সুপারহিরো মার্কা উপন্যাস লিখে ফেললেই খালাস! সেইসব লোকেরা তোমায় ছেড়ে দেবে কেন? বারবার মাথার মধ্যে নানা কারনামা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু ব্যর্থ, অপ্রকাশিত উপন্যাসের চরিত্রদের বেলায়ও কি একই রকম? ঢুকে থাকে লেখকের ভেতরে? জ্বালাতে থাকে? আমাদের ভাষার সফল লেখকদের সুবিধে একটাই: এঁদের কিছুই মনে রাখতে হয় না। বেশিরভাগ বাণিজ্যিক লেখক যখন প্যাভিলিওনে ফেরেন জীবনের ইনিংস শেষে দ্যাখা যায় গ্রন্থ ২৫০ টি! হোউক, উহারা শত

[১] যদি কেউ না পড়ে থাকেন তাহলে দেখুন উপাচার্য ডি আচার্য প্রণীত **বাংলা উপন্যাসে কাঙালপনা** সপ্তম অধ্যায়: ২১ শতক।

সন্তানের জনক/জননী হউন। তা হলেও তিনি হয়ত শেষ জীবনে কখনও দুনিয়ার শোভা দেখতে দেখতে ভাববেন তাঁর তৈরি করা করা কোনও শোভা তাঁর ভিজে ভিজে ব্লাউজটা খুলছে। কিন্তু সামাজিক উপন্যাস লেখকের সে সুবিধে নেই। তাঁর পাত্র পাত্রীর গা থেকে বোঁটকা গন্ধ! যতই তিনি এসি বাড়ি/গাড়িতে থাকুন, কিছুতেই সে গন্ধ তিনি বহন করতে চাইবেন না। কয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলা উপন্যাসে কেউই এ কাজ করেননি।

তাহলে কি ব্যর্থ উপন্যাসের চরিত্ররা ঘুরে বেড়ায় বেশি। লেখকের সঙ্গে জড়িয়ে পেঁচিয়ে শেষ করে দিতে চায়?

আমার সেই **নীচু বাড়ি** উপন্যাস নিয়ে **রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির অপ্রকাশিত পত্রাবলি** বারবার আলোড়িত হলেও কেউ তাকে ছাপেনি। এমন কি সামাজিক উপন্যাস গুম-বালিকা খ্যাত বনবালা পাল মেয়েদের পত্রিকা **নালন্দা**-য় তাঁর ফিশফিশ কলামে একেঘেয়েমির শিকার এক গৃহবধূকে পরামর্শ দেওয়া সত্তেও প্রকাশক জোটাতে ব্যর্থ হয়েছে সে পাণ্ডুলিপি। আর আমার ভেতরে সঙ্গে প্রত্যেকদিন নানারকম খিস্তির মহড়া দিয়ে চলেছে সেইসব ছেলেপুলে। যাদের আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছিলুম আখ্যানে।

অথচ আমি লেখক হওয়ার জন্য কী করিনি?
কী করেছো?
আরে কী করিনি সেটা বলো?
কী করেছো সেটা বলো দেখি।
আমি জীবনে কখনও ভালো রেজাল্ট করিনি।
মানে?
আমি অঙ্কে চিরকাল কম নম্বর পেয়েছি।
কি বকছো এসব?
এই তো বুঝবে না। তোমরা লেখকদের বুঝবে না।

বাবাকেও বোঝনি।

ক

খুব কম দিন জীবনে সম্পূর্ণ ধূসর হয়। রাস্তা কাকের পেটের দিকের পালকের আলোতে ভেসে যাচ্ছে। ঘাম হচ্ছে না। শুভ্রব্রত ৪৫ বছরের হাত জম্মান্ধ চলে গেছে আফরিনের হাতে। গোটা অঞ্চলে আর কেউ নেই। শীতল, আশ্চর্য শীতল মনে হচ্ছে পাড়াটাকে। বাড়িগুলো ছাইমাখা মনে হচ্ছে। ২ তলা/৩তলাদের ফাঁক দিয়ে দ্যাখা যাচ্ছে কি পাহাড়? তাহলে এখানে পাহাড় আছে? শুভময়ের মুখ দিয়ে তুলসি পাতা চিবোনোর ঠিক পরের মুহূর্তে খাওয়া জলটার মত ঠাণ্ডা নেমে গেলো। আহ এতদিনে একটা পাড়া অন্ততঃ পাওয়া গেলো। গত ১৭ বছর ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে সে আর আফরিন একটা পাড়া খুঁজে নিতে। যেখানে লেখার সময় কেউ বিরক্ত করবে না। নিশ্চিন্তে, সহজে বড় হবে সন্তান। গায়ে গা না ঠেকিয়ে। আসলে কবিতা তো নির্জনতাই চায়। কিন্তু হয় কোথায়। শহর শহর শহর করে মরে যাই আমরা। ফুটপাতে পরিচিত পদক্ষেপের শাড়িতে আফরিনও কি ধূসর হয়ে আছে আজ? এই যে মেঘলা, এই যে আমাদের নিজস্বতা এটাকে বোঝানো সম্ভব নয়। আমাদের কাছে ধূসর মানে কষ্ট নয়। বরং শীতলতা। একটা চুপচাপ ছড়িয়ে যাচ্ছে চারপাশে। শুধু এক নারী ও পুরুষের হেঁটে যাওয়া। হঠাৎ করে আফরিন ডান দিকে বেঁকে গেলো। কোনও শব্দ কি হল। পরিচিত শরীরে নেমে আসা আকস্মিক যৌনতায় অতি দ্রুত স্থান বদল করা জিভের মত কুয়াশা দখল নিচ্ছে নীলচে ধূসর পাহাড়। ধূসরিমা। *কোথায় যাচ্ছো আফরিন?* একটা আর্ত স্বর বেরিয়ে আসে শুভময়ের ঠোঁট থেকে। আফরিন নাম্নী সাদা শাড়ি ও ব্লাউজ পরিহিতা রমণী (স্ত্রী অর্থে এই একটা শব্দেই যৌনতা আছে বাংলা ভাষায়) বেশ জোরে হাঁটা থেকে শুরু করে এখন প্রায় ছুটছে বলা যায়। পেছনে শুভময়, তার ধূসরতা, ধূসরিমা। কেউ কোথাও নেই। কেউ নয়। একটা কুকুরও নয়। এমন দৃশ্য কি স্বপ্নে নির্মাণ করা সম্ভব? নাকি এটা স্বপ্ন দৃশ্যই? এবার থেমেছে আফরিন। পেছনে ঘুরেছে। হাঁটুতে হাত রেখে অ্যাথলিটের মত হাঁফাচ্ছে সে। শুভময় হাল ছেড়ে দিয়েছে।

২

সেই যে যবে থেকে **আমি** জানান দিয়েছে যে *রাহু* মানে *বাহুর* তলায় ফুটকি তবে থেকে আমার উপন্যাস লেখার বেগ শুরু। বাংলা উপন্যাসের বাহুর তলা থেকে ফুটকি আমি মুছে দেবো! এমন সব সুপার হিরো আমদানি করবো না, তাক লেগে যাবে! তারা যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের ঘাড়ে হাগবে! আমাদের স্বপ্ন সফল হবে। *জনম সফল হবে বঁধুয়ার ঘরে গো স্টাইলে* প্রেমিকাকে চুমু খেতে গিয়ে আবিষ্কার করে নেবো গুপ্ত পাইওরিয়া। **আমি** বলেছে। আমি লেখককে নিয়ে যথেষ্ট সাধ্যসাধনা করেছে। আস্তে আস্তে তার জিনা হারাম করে দিয়েছে। আস্তে আস্তে আমার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে বীজ, বিরক্তির একঘেয়েমির। অথচ কী করিনি আমি লেখক হবার জন্য।

কী করেছেন?
প্রত্যেকদিন মাথায় করে এতগুলো লোককে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে চাকরি গেছে।
তারপর?
বউ দেখেছে কোনভাবেই সে গুরুত্ব পাচ্ছে না উল্টে এ লোকটা কী যেন সব বিড়বিড় করে চলেছে।
আর?
আমি কিছুই পারি না। কিচ্ছু নয়। আমার কোনও সোসাল গ্যাদারিং পছন্দ নয়। কোনও কিছুই ভালো লাগেনা।
কেন কিছু বলতে পারেন? মানে আপনার কী মনে হয় ?
সর্বক্ষণ লেখা লেখা লেখা।
আপনার অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজর্ডার হয়েছে।
না হয়নি।
মানে, ডাক্তারটা কে? আমি না আপনি?
শুনুন ওসব সাহেবি রোগ আমার হবার নয়।
মানে?
মানে সহজ এইসব জটিল সাদা চামড়ার রোগ কোনওদিন আমার হতে পারে না।
তাহলে আপনার কী হয়েছে বলে মনে হয়?
কিছুই নয়, আমার ভিতরে একটা প্রতিশোধস্পৃহা জেগেছে।
কার বিরুদ্ধে?
কার আবার, ওই বেঁটে ইতিহাস মাস্টারের বিরুদ্ধে।
কেন?
ও মালটা এমন ভাব নিয়ে বসে থাকে যেন কত বোদ্ধা।
তা তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?
আমার উপন্যাসটা প্রথম পড়তে নিয়েছিলো।
তারপর?
তারপর আমাকে মিসড কল দ্যায়।
মানে?
মানে সহজ। দরকারটা কার?
আপনার।
তাহলে ও আমায় ফোন করবে কেন?
হে হে এটাই লেখার লাইনের লোকেদের দস্তুর এখন! যার দরকার তাকে মিসড কল দ্যায়, যাতে সে নিজের পয়সায় ফোনটা করে।
তা সে ইতিহাস মাস্টার কী বলল?
কী আবার বলবে! মুখে পান চিবোতে চিবোতে বলল চরিত্রগুলো দাঁড়িয়েছে বুঝলেন, কিন্তু একজনকেও পাশের বাড়ির লোক বলে মনে হচ্ছে না। অই যে স্বদেশ রায়ের উপন্যাসে যেমন হয় আর কি!
কী কথা!
তবে আর বলছি কি। সবাইকে পাশের বাড়ির লোক হতে হবে। ক্যাটরিনা ক্যাফকে নিয়ে উপন্যাস লিখলে তাকে ওঁর পাশের বাড়ির মেয়ে করে লিখতে হবে আর উনি সেই ভেবে হাত মারবেন!
ছিঃ! কী ভাষা আপনার। এই নিয়ে আপনি লেখক হবেন কী করে?

আরে মশাই আপনাদের শিষ্টভাষার জ্বালায় পশ্চিমবঙ্গের বাংলা থেকে একের পর এক শব্দ মুছে যাচ্ছে। সেটা নজর রাখেন?
তাই বলে আপনি
ঠিক একই জিনিস হয়েছিলো বাবার সঙ্গে। আপনারা বাবাকেও বোঝেননি।
আপনার বাবা কী লিখতেন?
কবিতা।

খ

রাস্তার সমস্ত বাঁক এই চৌরাস্তাটায় এসে সমান হয়েছে। ফাঁকা। ধূসর, মোম, কুয়াশা, ঠাণ্ডা একটু একটু করে এগিয়ে আসছে নীলচে পাহাড়ের দিক থেকে। একটা দিক থেকে। এই চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনওদিকে না বেঁকে যে রাস্তায় আসা হল সেই একই দিকে চোখ বাড়ালে সাদা পাঁচিল শুরু। যতদূর চোখ যাচ্ছে। কিচ্ছু লেখা নেই। শুধু দিন ও সময়ের ধূসরিমায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁটুতে হাত রেখে, অ্যাথলিটের মত হাঁফাচ্ছে, শ্বাস নিচ্ছে আফরিন। আঁচলটা খসে গেছে। ব্যবহৃত ভারি স্তন স্পষ্ট হয়ে আছে। বিভাজিকা। শুভ্রব্রত পাশ দিয়ে ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি নামায়। কোমরে চর্বি। সাদা। স্বপ্নের মেয়েরা এমন হয় নাকি? *ছুটলে কেন?* প্রশ্ন করে শুভ্রব্রত। *আচ্ছা আমি যদি দম না হারিয়ে আরও ছুটে যেতুম, তুমি কী করতে?* শুভ্রব্রত চুপ। বিব্রত। *আমাকে চুমু খাও।* আঁচলটা লুটিয়েই আছে। আফরিন একটু এগিয়ে এসে স্পর্শ করেছে পুরুষের বাহু। শুভ্রব্রত আরও বিব্রত। শীত কেন জাঁকিয়ে আসছে? এখন কি বিকেল? হাত ঘড়ির দিকে তাকায় সে। দুজনে স্থির। কুয়াশা এসে জলীয়তা ছড়াচ্ছে। *খাও, আমাকে চুমু খাও।* শুভ্রব্রত একইরকমভাবে বলে *এখানে?* ঘাড় তোলে আফরিন। সাদা আর ধূসরে মিশে গেছে সে গ্রীবা। সে আবারও হাঁটতে শুরু করে। ক্রমাগত লুটোতে থাকা শাড়ি পেছনে খুলে গেছে। তাকে মাড়িয়ে পিছু নিয়েছে শুভ্রব্রত। সোজা সেই সাদা পাঁচিল বরাবর হাঁটছে, হাঁটছে। আবার শুরু হল ছোটা। পেছনে শুভ্রব্রত। হালকা উড়ানই কি নয় এটা। *এসো ঢুকে পড়ো এখানে।* নির্দেশ দ্যায় আফরিন। সাদা পাঁচিলের গা ভেঙে তৈরি দরজা। দীর্ঘ অব্যবহৃত। শ্যাওলা জমে আছে। থকথকে সবুজ। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আফরিন? শুভ্রব্রত তো জানে আফরিনের জিভের স্বাদ। তার রক্ত। পেট অব্দি নেমে আসা স্তনের মাঝখানে কোঁচকানো বোঁটাবলয়। কালো বেরি। পরিচিত। কেন যাচ্ছে সে সাদা সায়া ও ও ব্লাউজ পরিহিতা আফরিন, তার সন্তানের মা আফরিন, তার দ্বন্দ্বের উৎস আফরিনের পেছনে? কেন ঢুকে পড়ছে সে এই বড় বড় দীর্ঘদিন না কাটা ঘাসের জঙ্গলে। সে তো জানে আফরিন সায়াটা বুকের ওপর আলতো ধরে রাখলে নগ্নতায় কালো ছায়া পড়ে। দীর্ঘ ব্যবহারে সায়া বাঁধার জায়গাটায় পড়েছে কালচে দাগ। শ্যাওলা পড়েছে বলে মনে হয়। সেখানকার নোনতাতো চেনে শুভ্রব্রত। কেন যাবে সে? হঠাৎ শুয়ে ঘাসে শুয়ে পড়ে আফরিন। ২২ এর সদ্য যুবতির লাস্য? শুয়ে পড়ে ডাকছে সে শুভ্রব্রতকে, আঙুলের ইশারায়। সুতির দামি নীল জামা ও ছাইরঙের প্যান্ট পরা রোগা শুভ্রব্রত এগিয়ে যায়। সামনে পড়ে থাকা জমিটার কোনও সীমা পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু সামনে নীলচে পাহাড়। তার ঠাণ্ডা। তার কুয়াশা। তার ছাই রঙের আলো। ঘাসগুলোর উচ্চতা কম। এগিয়ে যেতে থাকে লম্বা শুভ্রব্রত। পেছনে আফরিন শুয়ে আছে কি নেই সেটা আর স্পষ্ট নয় অ্যাক্রিলিক ধূসরিমায়। শুভ্রব্রত এগিয়ে যাচ্ছে। সামনের জমিটায় কিছু বই। গতি বাড়ায় না সে। পরিচিত, ব্যবহৃত বই। মলাটে তার হাতের গন্ধ। আঙুলের ছাপ। ঝুঁকে পড়ে দ্যাখে, সেই ছোট্ট প্লাস্টিকের খেলনা গ্রামোফোনটা বসানো রয়েছে ফিরে এসো চাকার মলাটে। সামান্য হেসে, ঠোঁট কুঁচকে হাতে তুলে নেয় সে। আলোটার ধূসরিমা বাড়ছে। সে পাহাড়টার দিকে এগোতে থাকে।